সমাজবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি

সমাজবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়

(স্টার [*] চিহ্ন দ্বারা গুরুত্বের পরিমাণ বুঝানো হয়েছে।)

স্টার মার্ক	অধ্যায়
*****	তৃতীয় ও চতুর্থ
***	প্রথম, দ্বিতীয়, সপ্তম ও অষ্টম
*	ষষ্ঠ, নবম ও দশম

নোট: পঞ্চম অধ্যায়- 'বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সামাজিক প্রেক্ষাপট' সম্পর্কে পৌরনীতি দ্বিতীয় পত্রে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

CamScanner

প্রথম অধ্যায়: বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান চর্চার বিকাশ

বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি স্থাপনের জন্য পঞ্চাশের দশকে প্রখ্যাত ফরাসি নৃবিজ্ঞানী ক্লড লেভি স্ট্রস এর নেতৃত্বে ইউনেস্কো ঢাকায় একটি বিশেষজ্ঞ দল পাঠায়। অধ্যাপক লেভি স্ট্রসের ঐকান্তিক চেষ্টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইউনেস্কোর যৌথ উদ্যোগ ও সহযোগিতায় ১৯৫৭-৫৮ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান বিভাগ নামে সর্বপ্রথম একটি স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

ক্লড লেভি স্ট্রস

বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান চর্চা

- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে সমাজবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন- প্রসেফর ড. এ. কে. নাজমুল করিম।
- বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান চর্চার প্রধান পথিকৃৎ- প্রফেসর ড. এ. কে. নাজমুল করিম।
- বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান ও সামাজিক নৃবিজ্ঞান পঠন-পাঠনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে অধ্যাপক লেভি স্ট্রস গিয়েছিলেন- পার্বত্য চট্টগ্রামে।
- বাংলাদেশকে সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীদের স্বর্গস্বরূপ বলে মন্তব্য করেছিলেন-অধ্যাপক লেভি স্ট্রস।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রথম অধ্যক্ষ হিসেবে নিযুক্ত করা হয়- ইউনেস্কোর বিশেষজ্ঞ ফরাসি সামাজিক নৃবিজ্ঞানী ড. পেরি বেসাইনী।
- Society নামক গ্রন্থটির রচয়িতা- ম্যাকাইভার এবং পেজ।
- "সমাজবিজ্ঞান হলো সামাজিক ক্রিয়া-কর্ম বা কার্যাবলির পাঠ" বলেন- ম্যাক্স ওয়েবার।
- Sociology শব্দটির উৎপত্তি- ল্যাটিন Socious এবং গ্রিক Logos থেকে।
- Socius এবং Logos অর্থ যথাক্রমে- সঙ্গী এবং বিজ্ঞান।
- Sociology শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন- অগাস্ট কোঁৎ (১৮৩৯ সালে)।
- The Positive Background of Hindu Sociology রচয়িতা- কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার।

অনুশীলনী

01. বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় কাকে?
A. অজিত কুমার সেন
B. এ. কে. নাজমুল করিম
C. রাধাকমল মুখার্জী
D. লেভি স্ট্রস

02. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান বিভাগ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
A. ১৯৫৭
B. ১৯৫৮
C. ১৯৫৯
D. ১৯৬০

03. কোন বিষয়টি সমাজে মানুষের সামগ্রিক-জীবন প্রণালি নিয়ে আলোচনা করে?
A. ভূগোল
B. রাষ্ট্রবিজ্ঞান
C. অর্থনীতি
D. সমাজবিজ্ঞান

04. 'Society' গ্রন্থের লেখক কে?
A. ম্যাকাইভার ও পেজ
B. গিলিন ও গেলিন
C. ডেভিড পোপেন
D. এরিস্টটল

05. বাংলাদেশের সমাজবিজ্ঞান বিকাশে জাতিসংঘের কোন সংস্থা অবদান রেখেছে?
A. ইউনেস্কো
B. ডব্লিউ এইচ. ও
C. ইউনিসেফ
D. ইউএনডিপি

06. অধ্যাপক লেভি স্ট্রস কে ছিলেন?
A. ফরাসি নৃবিজ্ঞানী
B. ফরাসি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী
C. ব্রিটিশ সমাজবিজ্ঞানী
D. জার্মান অর্থনীতিবিদ

07. বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান ও সামাজিক নৃবিজ্ঞান পঠন-পাঠনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে অধ্যাপক লেভি স্ট্রস কোথায় গিয়েছিলেন?
A. পটুয়াখালী
B. রংপুর
C. শ্রীমঙ্গল
D. পার্বত্য চট্টগ্রাম

08. বাংলাদেশকে সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীদের স্বর্গস্বরূপ বলে মন্তব্য করেছেন কে?
A. অধ্যাপক লেভি স্ট্রস
B. ড. পেরি বেসাইনী
C. অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার
D. অধ্যাপক এ. কে. নাজমুল করিম

09. 'সমাজবিজ্ঞান হলো সামাজিক ক্রিয়া-কর্ম বা কার্যাবলির পাঠ'- উক্তিটি কার?
A. ম্যাক্স ওয়েবার
B. ম্যাকাইভার
C. অগাস্ট কোঁৎ
D. হার্বার্ট স্পেনার

10. সমগ্র মানবজাতিকে কয়টি নৃগোষ্ঠীতে ভাগ করা যায়?
A. ৪টি
B. ৫টি
C. ৬টি
D. ৩টি

উত্তরমালা									
01	B	02	A	03	D	04	A	05	A
06	A	07	D	08	A	09	A	10	A

11. নিগ্রোদের বাসস্থান-
A. আফ্রিকায় B. আমেরিকা
C. উত্তর আফ্রিকা D. জাপানে

12. ককেশীয় কেমন স্বাস্থ্যের অধিকারী?
A. অবনত B. উন্নত C. দুটোই D. কোনোটি নয়

13. ককেশীয়রা প্রধানত কোন মহাদেশে বাস করে-
A. এশিয়া B. ইউরোপ C. আমেরিকা D. আফ্রিকা

14. আদি অস্ট্রেলীয়দের কি বলা হয়?
A. নিগ্রো B. শ্বেতাঙ্গ C. ডেভিড D. সবকয়টি

15. 'সমাজবিজ্ঞান সমীক্ষণ' বইটির রচয়িতা কে?
A. ড. এ. কে. নাজমুল করিম B. অধ্যাপক আফসার উদ্দনি
C. অধ্যাপক ফজলুর রশিদ খান D. ড. রঙ্গলাল সেন

16. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান বিভাগ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
A. ১৯৫৭ B. ১৯৫৮ C. ১৯৫৯ D. ১৯৬০

17. বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান চর্চার পথিকৃতৎ কে?
A. ড. রঙ্গলাল সেন B. ড. হাফিজ জায়েদি
C. ড. এ. কে. নাজমুল করিম D. নিজাম উদ্দিন আহমদ

18. 'The Positive Background of Hindu Sociology' গ্রন্থটির লেখক কে?
A. অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার
B. অধ্যাপক অজিত কুমার সেন
C. অধ্যাপক ড. এ. কে. নাজমুল করিম
D. ড. পেরি বেসাইনী

19. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠায় সব থেকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন কে?
A. অধ্যাপক এ. আর. খান B. অধ্যাপক রঙ্গলাল সেন
C. অধ্যাপক এ. কে. নাজমুল করিম
D. অধ্যাপক অজিত কুমার সেন

20. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রথম অধ্যক্ষ হিসেবে নিযুক্ত হন কে?
A. অধ্যাপক এ. কে. নাজমুল করিম
B. অধ্যাপক অজিত কুমার সেন
C. ড. পেরি বেসাইনী D. অধ্যাপক লেভি স্ট্রস

উত্তরমালা									
11	A	12	B	13	A	14	C	15	A
16	A	17	C	18	A	19	C	20	C

দ্বিতীয় অধ্যায়: বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি

সংস্কৃতি

দার্শনিক এরিস্টটল বলেছেন, 'মানুষ সামাজিক জীব'। ব্যাপক অর্থে সমাজ বলতে গোটা মানব সমাজকে বুঝায়। আর সংস্কৃতি হচ্ছে 'জীবন ধারণের পদ্ধতি'। সাধারণের আহার, মানবিক ধারণা, ভাব, বিশ্বাস, প্রথা, আচার ও কলা-কৌশলের অবিচ্ছেদ্য সামগ্রিকতাই সংস্কৃতি।

ফ্রান্সিস বেকন

সংস্কৃতির ইংরেজি Culture শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে ল্যাটিন Colore থেকে। ষোড়শ শতকের শেষদিকে ইংরেজ মনীষী ফ্রান্সিস বেকন সর্বপ্রথম ইংরেজি সাহিত্যে 'কালচার' শব্দটি ব্যবহার করেন। পরবর্তীকালে উনিশ শতকের মাঝামাঝিতে ডব্লিউ. এমারসন আমেরিকায় একে পূর্ণাঙ্গভাবে বিশ্লেষণ ও সংজ্ঞায়িত করার প্রয়াস চালান।

ডব্লিউ. এমারসন

সংস্কৃতির ইংরেজি Culture শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে Latin শব্দ Colore থেকে। যার অর্থ হলো কর্ষণ করা। সুতরাং সেই দৃষ্টিকোণ থেকে সংস্কৃতি বলতে বুঝায় সংস্কারের মাধ্যমে বা মার্জনার মাধ্যমে প্রাপ্ত।

সংস্কৃতির প্রকার

সংস্কৃতি হলো সামাজিকতার ফল। মানুষের সাথে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপনের মধ্য দিয়েই সংস্কৃতি বিকশিত হয়। সমাজব্যবস্থায় বিদ্যমান এ সংস্কৃতিকে খ্যাত সমাজবিজ্ঞানী উইলিয়াম এফ. অগবার্ন তাঁর 'Social Change' গ্রন্থে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন।

সংস্কৃতি → (ক) বস্তুগত সংস্কৃতি
সংস্কৃতি → (খ) অবস্তুগত সংস্কৃতি

(ক) বস্তুগত সংস্কৃতি: মানুষের অর্জিত কিংবা তৈরিকৃত দ্রব্যের সমষ্টিই হলো বস্তুগত সংস্কৃতি। ঘরবাড়ি, দালানকোঠা, যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার, ব্যবহারিক আসবাবপত্র ইত্যাদি বস্তুগত সংস্কৃতি।

(খ) অবস্তুগত সংস্কৃতি: মানুষের মনস্তাত্ত্বিক তথা ভাবগত সৃষ্টিই হলো অবস্তুগত সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতি থেকেই বস্তুগত সংস্কৃতির আবির্ভাব ঘটে। সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, আইন ইত্যাদি অবস্তুগত সংস্কৃতি।

আরো জানতে হবে

- 'আমরা যা তাই আমাদের সংস্কৃতি' বলেছেন- সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার।
- 'Primitive Culture' গ্রন্থটির রচয়িতা- ই.বি. টেইলর।
- সংস্কৃতি হলো- মানুষের আচরণের সমষ্টি।

বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য

১. কৃষিজীবী
২. বৈচিত্র্যহীনতা
৩. ধর্ম বিশ্বাস
৪. খাদ্যাভ্যাস
৫. কুসংস্কারাচ্ছন্ন
৬. যৌথ পরিবার ব্যবস্থা
৭. পুরনো ঐতিহ্য
৮. সুদৃঢ় সামাজিক নিয়ন্ত্রণ
৯. প্রতিবেশিসুলভ মনোভাব
১০. গ্রামীণ নেতৃত্ব

সাংস্কৃতিক ব্যবধান

সমাজ গতিশীল তথা পরিবর্তনশীল। কিন্তু তার সকল অংশের গতিবেগ সমান নয়। ফলে এই ব্যবধান সমাজের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই কমবেশি লক্ষণীয়। যখন এই ব্যবধান অধিকতর সমন্বয় সাপেক্ষ হয় বা স্থায়িত্ব লাভ করে তখন নানাবিধ সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হয়। এই ব্যবধান যে সমস্যা সৃষ্টি করে তাকে Cultural Lag বা সাংস্কৃতিক ব্যবধান বলে।

সাংস্কৃতিক ব্যবধানের প্রকৃতি

সাংস্কৃতিক ব্যবধানের প্রকৃতির মূল বিষয় হিসেবে বস্তুগত সংস্কৃতি। যেমন- পোশাক-পরিচ্ছদ, দালানকোঠা, আসবাবপত্র, উৎপাদন যন্ত্র ইত্যাদি যে গতিতে বা দ্রুত হারে সামনের দিকে এগিয়ে যায় বা পরিবর্তন হয় সে তুলনায় অবস্তুগত সংস্কৃতি। যেমন- ভাষা, ধর্ম, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, পরিবার, শিক্ষা ইত্যাদি এগোতে পারে না। ফলশ্রুতিতে এ দুই সংস্কৃতির মধ্যে একটি অসঙ্গতি বা পার্থক্য দেখা দেয়। এটিই সংস্কৃতির ব্যবধান।

অনুশীলনী

01. সংস্কৃতি কী?
A. জীবনধারণের পদ্ধতি B. প্রগতিশীল মানসিকতা
C. অভিযোজন প্রক্রিয়া D. রাজনৈতিক মূল্যবোধ

02. সংস্কৃতির মূলভিত্তি কী?
A. ভাষা B. আদর্শ ও মূল্যবোধ
C. রীতিনীতি D. বিশ্বাস

03. বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থা মূলত কী ধরনের?
A. মাতৃতান্ত্রিক B. পিতৃতান্ত্রিক
C. সমাজতান্ত্রিক D. ধনতান্ত্রিক

04. গ্রামীণ সমাজে কোনটি অতিমাত্রায় লক্ষণীয়?
A. সনাতন জীবনধারা B. রক্ষণশীলতা
C. প্রগতি প্রবণতা D. ধর্মবিশ্বাস

05. গারো উপজাতিরা মাচার ওপর ঘর তৈরি করে। এটা তাদের কোন দিক প্রকাশ করে?
A. সামাজিকতা B. সংস্কৃতি
C. সচেতনতা D. রুচিশীল মনোভাব

06. সংস্কৃতির স্বাক্ষর বহন করে কোনটি?
A. প্রধাগত সংস্কৃতি B. ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি
C. বস্তুগত সংস্কৃতি D. অবস্তুগত সংস্কৃতি

07. 'A Hand Book of Sociology' গ্রন্থের লেখক কে?
A. অগবার্ন ও নিমকফ B. ম্যাক্স ওয়েভার
C. ডেভিড জেরি ও জুলিয়া জেরি D. অগাস্ট কোঁৎ

08. সংস্কৃতি হলো-
A. জীবনধারা B. সামাজিকতার ফল
C. সামাজিক পরিবর্তনের ফল D. সবগুলো

09. 'Primitive Culture' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
A. ই.বি. টেইলর B. ম্যাকাইভার
C. অগবার্ন D. দুর্খেইম

10. সংস্কৃতি শব্দটি সর্বপ্রথম কে ব্যবহার করেন?
A. কার্ল মার্কস B. ম্যাকাইভার
C. ফ্রান্সিস বেকন D. ম্যালিনোস্কি

11. কোনটি বাঙালি সংস্কৃতির অনুষঙ্গ?
A. মেলা B. ঈদ
C. পূজা D. সানগ্রাই উৎসব

12. সংস্কৃতি ধ্বংস করা যায় না কেন?
A. এগুলো অদৃশ্যমান বলে B. এগুলো অপরিবর্তনশীল
C. এগুলো বিমূর্ত বলে
D. এগুলো বায়নীয় উপাদান দ্বারা তৈরি বলে

13. বাংলাদেশের প্রধান লোক উৎসবের মধ্যে কোনটি অন্যতম?
A. মেলা B. যাত্রা C. নববর্ষ D. রাখিবন্ধন

14. মানুষের অর্জিত কিংবা তৈরিকৃত দ্রব্যের সমষ্টিকে কী বলে?
A. বস্তুগত সংস্কৃতি B. অবস্তুগত সংস্কৃতি
C. গ্রামীণ সংস্কৃতি D. শহুরে সংস্কৃতি

15. উপাদানের ভিত্তিতে সংস্কৃতি কয়ভাগে বিভক্ত?
A. দুই ভাগে B. তিন ভাগে
C. চার ভাগে D. পাঁচ ভাগে

উত্তরমালা									
01	A	02	B	03	B	04	A	05	B
06	B	07	A	08	D	09	A	10	C
11	A	12	C	13	A	14	A	15	A

তৃতীয় অধ্যায়: প্রত্নতত্ত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশের সমাজ ও সভ্যতা

অতীত যুগের মানুষের ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রীর ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সে যুগের মানুষের সমীক্ষা বা অধ্যয়নই হচ্ছে প্রত্নতত্ত্ব। প্রাক্-ইতিহাস যুগের মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতি হলো এর বিষয়বস্তু। আদিম মানুষের ব্যবহৃত হাতিয়ারের ক্রমবিবর্তন এবং সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতার দক্ষতার নিরূপণের মাধ্যমে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ প্রাগৈতিহাসিককালকে কয়েকটি যুগে ভাগ করেছেন। যেমন-

প্রাগৈতিহাসিককালের পাঁচটি যুগ

প্রাচীন প্রস্তর যুগ | নব্যপ্রস্তর যুগ | ব্রোঞ্জ যুগ | তাম্র যুগ | লৌহ যুগ

পুরাতন বা প্রাচীন প্রস্তর যুগ

মানবসভ্যতার উন্নয়নের প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল প্রধানত পুরাপ্রস্তরীয় যুগেই। এটি ছিল প্রস্তর যুগের প্রাথমিক পর্যায়। এ সময়ে সভ্যতার বিকাশ খুব ধীরগতিতে সম্পন্ন হয়েছিল। এ যুগের সময়কাল পঞ্চাশ হাজার বছর থেকে পনেরো হাজার বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। প্রাচীন চিত্রকলা বলতে মূলত গুহা চিত্রকেই বুঝানো হয়। প্রাচীন প্রস্তর যুগকে শিলাস্তর ও হাতিয়ার নির্মাণ কৌশলের ভিত্তিতে ৩টি পর্যায়ক্রমিক সময়কালে ভাগ করা হয়েছে। যথা-

১. প্রাচীন প্রস্তর যুগের নিম্নতর পর্যায়	♦ ছয় লক্ষ থেকে এক লক্ষ বছর আগের সময়কালকে নিম্ন প্রাচীন প্রস্তর যুগ বলে ধরা হয়।
২. প্রাচীন প্রস্তর যুগের মধ্যবর্তী পর্যায়	♦ এক লক্ষ বছর আগে প্রাচীন প্রস্তর যুগের মধ্যবর্তী পর্যায় শুরু হয়। ♦ জার্মানিতে প্রাপ্ত নিয়ানডারথাল মানব ছিল এ যুগের বাসিন্দা। ♦ জার্মানির ডুসেলডর্ফ এর কাছে নিয়ানডারথাল গিরিগুহায় প্রথম যুগের মানবের মাথায় খুলি ও কিছু হাড় আবিষ্কৃত হয় ১৯৫৬ সালে।
৩. প্রাচীন প্রস্তর যুগের উচ্চ পর্যায়	♦ ত্রিশ হাজার বছর পূর্বে উচ্চ প্রাচীন প্রস্তর যুগ শুরু হয়। ♦ এ সময়ের মানুষকে ক্রো-ম্যাগনন মানব বলা হয়। এরা হোমো-সেপিয়েন্স মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত।

প্রাচীন প্রস্তর যুগের প্রভাব

হাতিয়ার

শিকারকে সহজ করার জন্য হাতিয়ার উদ্ভাবন করেন।

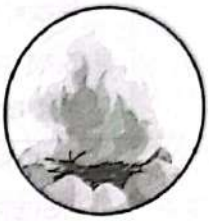

আগুনের আবিষ্কার

পুরাতন প্রস্তর যুগে আগুনের ব্যবহার শুরু হয়েছিল।

চিত্রকলা

পুরাতন প্রস্তর যুগেই চিত্রকলার প্রথম উদ্ভাবন ঘটে।

ব্যবহার্য সামগ্রী

এ যুগে পাত্রের ব্যবহার চালু হয়নি।

নব্যপ্রস্তর যুগ

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৮০০০-৩৫০০ অব্দের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে এ যুগের সূত্রপাত ঘটে এবং সেই ধারাবাহিকতায় ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল এবং অবশেষে ২৫০০ খ্রিস্টপূর্বে ব্রিটেনে এ যুগের সূচনা হয়। সামাজিক নৃবিজ্ঞানী গর্ডন চিলডে এ পরিবর্তনকে নব্য পলীয় বিপ্লব নামে অভিহিত করেছেন।

নব্যপ্রস্তর যুগের প্রভাব

কৃষির আবিষ্কার	◆ নবোপলীয় যুগের গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন হলো কৃষি।
চাকার আবিষ্কার	◆ নবোপলীয় মানুষের জীবনে চাকার আবিষ্কার বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করে। এ যুগে চাকা সংক্রান্ত ৩টি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যথা- ➤ কুমারের চাকা আবিষ্কারের ফলে মৃৎশিল্পের পরিবর্তন সাধিত হয়। ➤ চাকা আবিষ্কারের মাধ্যমে বস্ত্র শিল্পের বিকাশ ঘটে। ➤ চাকা আবিষ্কার যানবাহন তৈরির ধারণা সৃষ্টি করে।
তামার আবিষ্কার	◆ নবোপলীয় যুগের শেষ পর্বে অর্থাৎ সভ্যতার প্রস্তুতি পর্বে তামা আবিষ্কৃত হয়।
সমাজ জীবন	◆ জীবন সংগ্রামের প্রয়োজনে পুরোপলীয় মানুষ প্রথম ঐক্যবদ্ধ হয়।

তাম্র যুগ

কৃষি পদ্ধতি আবিষ্কারের সময় হতে যে নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল তাকে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ নব্য প্রস্তর বলেন। তেমনি পাথরের পরিবর্তে ধাতু দিয়ে যখন হাতিয়ার তৈরির কাজ শুরু হয় তখন থেকে সে যুগকে তাম্র যুগ বলেন।

- আজ থেকে প্রায় **পাঁচ হাজার বছর** পূর্বে এ যুগের সূচনা ঘটে।
- তাম্র যুগকে বর্তমানে **Chaleolithic age** নামে অভিহিত করা হয়েছে।

তাম্র যুগের প্রভাব

- তামা এবং পাথরকে যতদিন পর্যন্ত মানুষ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে ততদিনে মানব পর্যায়ের অবস্থাকে তাম্রপলীয় যুগ বলে তামা ও পাথরকে আখ্যায়িত করেছে।
- এ যুগে হাতিয়ার তৈরি হতো- পাথরের হাতিয়ারের সাথে তামা মিশ্রিত হয়ে।
- খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দ নাগাদ প্রথম তাম্রের কার্যকর ব্যবহার শুরু হয়- ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিসের নিম্ন উপত্যকায়।

ব্রোঞ্জ যুগ

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দ হতে পরবর্তী **দু হাজার বছরকে ব্রোঞ্জ যুগ বলে।** নব্য প্রস্তর যুগের শেষ দিকে মানুষ তামা আবিষ্কার করে। তামা আবিষ্কারের পর মানুষ ব্রোঞ্জ নামক মিশ্র ধাতুর ব্যবহার শেখে। **ব্রোঞ্জ হলো তামা ও টিনের মিশ্র ধাতু।**

লৌহ যুগ

ব্রোঞ্জের তুলনায় লৌহের মজুত যেমন বেশি দামেও তা সস্তা। অধিকন্তু ব্রোঞ্জের তুলনায় লৌহের ব্যবহারও বেশি সহজসাধ্য। এশিয়া মাইনরে হিটটিটদের মধ্যে প্রথম লৌহ শিল্পের ব্যবহার জানা যায়।

বাংলাদেশের ৩টি প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার

উয়ারী-বটেশ্বর

- বাংলাদেশের প্রাচীনতম প্রত্নস্থল ।
- নরসিংদীর বেলাব উপজেলায় অবস্থিত।
- উয়ারী-বটেশ্বর গ্রামে নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছিল- আড়াই হাজার বছর আগে।

পাহাড়পুর

- পূর্বনাম সোমপুর বিহার।
- নওগাঁ জেলায় অবস্থিত।
- ধর্মপালের আমলে নির্মিত।

ঐতিহাসিক নিদর্শন
- ▷ সোমপুর বিহার
- ▷ গন্ধেশ্বরীর মন্দির
- ▷ স্নান ঘাট
- ▷ সত্যপীরের ভিটা

ময়নামতি

- কুমিল্লার কোটবাড়িতে অবস্থিত
- মানিকচন্দ্রের স্ত্রী ময়নামতির নামানুসারে নামকরণ করা হয়।

ময়নামতির তিন অঞ্চল
- ▷ শালবন বিহার
- ▷ কৌটিলামুড়া
- ▷ চারপত্রমুড়া

নগর সভ্যতা

ভারতবর্ষে সিন্ধু নদের অববাহিকায় একটি সভ্যতা গড়ে উঠেছিল যা সিন্ধু সভ্যতা নামে পরিচিত। এ সভ্যতাটি ছিল ব্রোঞ্জ যুগীয় সভ্যতা। সিন্ধু সভ্যতার শ্রেষ্ঠ দুটি শহর ছিল হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো। সিন্ধু সভ্যতাটি **'শহর'** বা **'নগরকেন্দ্রিক'** ছিল বলে একে **'নগর সভ্যতা'** বলা হয়।

আরো জানতে হবে

- সিন্ধু সভ্যতা গড়ে উঠেছিল- পাঞ্জাবের সিন্ধু নদের তীরে।
- সিন্ধু সভ্যতার অপর নাম- নগর সভ্যতা।
- সিন্ধু সভ্যতা গড়ে তুলেছিল- দ্রাবিড় জাতি।
- সিন্ধু সভ্যতায় আবিষ্কৃত দুটি নগরের নাম- হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো।
- সিন্ধু সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল- পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা।
- সিন্ধু সভ্যতায় নিদর্শন পাওয়া যায়- পরিকল্পিত নগর ব্যবস্থায়।

রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়

মহেঞ্জোদারো

CamScanner

অনুশীলনী

01. সর্বপ্রথম পাথর ঘষে আগুন আবিষ্কার করে কোন ধরনের মানুষ?
A. নিয়ানডারথাল B. হেইডেলবার্গ
C. ক্রোম্যাগনন D. পিপিং ও ক্রোম্যাগনন

02. লিপির আবিষ্কার কোন যুগের বৈশিষ্ট্য?
A. লৌহ B. প্রস্তর
C. তাম্র D. নব্যপ্রস্তর

03. পাথরের পর মানুষ প্রথম কোন ধাতুর ব্যবহার শেখে?
A. পিতল B. ব্রোঞ্জ
C. তামা D. লৌহ

04. কোথায় প্রথম ব্রোঞ্জ যুগের নগর সভ্যতার উদ্ভব ঘটেছিল?
A. নেপালে B. ব্রিটেনে
C. ফ্রান্স D. মেসোপটেমিয়ায়

05. নবোপলীয় যুগের গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন কোনটি?
A. চাকা B. হাতিয়ার
C. কৃষি D. ব্রোঞ্জ

06. মধ্যেপ্রাচ্যে লৌহের ব্যবহার শুরু হয় কখন থেকে?
A. খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে B. খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ অব্দে
C. খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ অব্দে D. খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দে

07. বাংলাদেশের প্রাচীনতম প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন কোথায় পাওয়া গিয়েছে?
A. রাজশাহী B. বগুড়া C. নরসিংদী D. কুমিল্লা

08. কোটিল্য মুড়া কোথায় অবস্থিত?
A. ময়নামতিতে B. লালবাগে
C. পাহাড়পুরে D. মহাস্থানগড়ে

09. বৃহৎ স্নানাগার প্রাচীন কোন নগরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়?
A. মহেঞ্জোদারো B. উয়ারি-বটেশ্বর
C. ইরাম D. পানাম

10. বৈরাগীর ভিটা কী?
A. একটি বাড়ির ধ্বংসাবশেষ B. একটি লোকালয়ের ভগ্নাবশেষ
C. গির্জার ভগ্নাবশেষ D. বড় মন্দিরের ভগ্নাবশেষ

11. পুণ্ড্রনগর কোথায় অবস্থিত?
A. মহাস্থানগড়ে B. উয়ারি-বটেশ্বরে
C. সোনারগাঁও-এ D. পাহাড়পুরে

12. প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান ময়নামতি বর্তমান কোন জেলায় অবস্থিত?
A. চট্টগ্রাম B. কুমিল্লা C. খুলনা D. নরসিংদী

13. শালবন বিহার কোথায় অবস্থিত?
A. কুমিল্লার ময়নামতিতে B. রাজশাহীর পাহাড়পুরে
C. বগুড়ার মহাস্থানগড়ে D. নরসিংদীর উয়ারী-বটেশ্বর

14. সত্যপীরের ভিটা কোথায় অবস্থিত?
A. নওগাঁ B. কুমিল্লা
C. বাগেরহাট D. ঢাকা

15. সোমপুর বিহার নির্মাণ করেন কে?
A. দেবপাল B. গোপাল
C. ধর্মপাল D. মহীপাল

16. পাহাড়পুরের প্রধান ধ্বংসাবশেষ নিদর্শন কোনটি?
A. গন্ধেশ্বরীর মন্দির B. পরশুরামের প্রাসাদ
C. আনন্দ বিহার D. বৈরাগীর ভিটা

17. নিচের কোনটি ময়নামতির প্রত্ননিদর্শন?
A. সোমপুর বিহার B. সত্যপীর ভিটা
C. গোবিন্দভিটা D. কোটিলামুড়া

18. সমাজ বিবর্তনের দীর্ঘতম যুগ কোনটি?
A. তাম্র B. নবোপলীয়
C. পুরোলীয় D. ব্রোঞ্জ

19. পাথরের হাতিয়ার ব্যবহারের সংস্কৃতিকালকে কি বলা হয়?
A. ব্রোঞ্জযুগ B. লৌহযুগ
C. তাম্রযুগ D. প্রস্তরযুগ

20. আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি হচ্ছে-
A. তামা B. দস্তা C. স্বর্ণ D. লৌহ

21. অতীতের ধ্বংসাবশেষ সম্পর্কিত পাঠ বা গবেষণাই হচ্ছে-
A. প্রস্তর তত্ত্ব B. প্রত্নতত্ত্ব
C. নব্যযুগ D. মানবরচনা

22. ব্রিটেনে ব্রোঞ্জ যুগের সূচনা কত সালে?
A. ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দে B. ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে
C. ১৪০০ খ্রিষ্টাব্দে D. ২০০ খ্রিষ্টাব্দে

23. 'Neolithic age' এর বাংলা হচ্ছে-
A. প্রস্তর যুগ B. নব্য প্রস্তর যুগ
C. A+B D. একটিও না

24. এশিয়া মাইনরে সর্বপ্রথম লৌহ ব্যবহার করে-
A. হেব্রাইটরা B. জাভা মানব
C. হিট্রাইটরা D. নিয়ানডারথাল

25. প্রত্নাতাত্ত্বিকেরা প্রাগৈতিহাসিক কালকে কয় ভাগে ভাগ করেছেন-
A. ২টি B. ৪টি C. ৬টি D. ৫টি

26. ব্রোঞ্জ কি দিয়ে তৈরি?
A. তামা ও টিন B. লৌহ ও টিন
C. সীসা ও দস্তা D. টিন ও ইস্পাত

উত্তরমালা									
01	B	02	C	03	C	04	B	05	C
06	A	07	C	08	A	09	B	10	D
11	A	12	B	13	A				

উত্তরমালা									
14	A	15	C	16	A	17	D	18	C
19	D	20	D	21	B	22	B	23	B
24	C	25	D	26	A				

27. চাকার আবিষ্কার কোন যুগে?
A. লৌহ যুগে B. ব্রোঞ্জ যুগে
C. তাম্র যুগে D. নব্য প্রস্তর যুগে

28. ষাঁড় চালিত গাড়ির প্রবর্তন কোন যুগে-
A. লৌহ যুগে B. তাম্র যুগে
C. প্রস্তর যুগে D. ব্রোঞ্জ যুগে

29. পাথরের হাতিয়ার ব্যবহারের সংস্কৃতিকালকে কি বলা হয়?
A. ব্রোঞ্জ যুগ B. লৌহযুগ C. তাম্রযুগ D. প্রস্তরযুগ

30. সমাজে স্থায়ী ঘরবিন্যাসের আবির্ভাব ঘটে-
A. তাম্রযুগে B. প্রস্তরযুগে
C. লৌহযুগে D. ব্রোঞ্জ যুগে

31. 'নৃত্যরত নারী' কোন সভ্যতার শিল্প নিদর্শন?
A. সিন্ধু সভ্যতা B. মিসরীয় সভ্যতা
C. ইটালীয় সভ্যতা D. চৈনিক সভ্যতা

32. স্যার মর্টিমার হুইলার এর মতে সিন্ধু সভ্যতা শুরু হয়েছিল-
A. ২৭৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে B. ২৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে
C. ৩৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে D. ২৫৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে

33. মহেঞ্জোদারো সভ্যতা আবিষ্কারের প্রধান কৃতিত্বের দাবিদার-
A. স্যার জন মার্শাল। B. ননী গোপাল মজুমদার
C. রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায় D. স্যার জন কার্টার

34. ১৯২২ সালে আবিষ্কার করা হয়-
A. হরপ্পা সংস্কৃতি B. মহেঞ্জোদারো সংস্কৃতি
C. সোয়ান সংস্কৃতি D. মাহুয়া সংস্কৃতি

35. হরপ্পা সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল-
A. মহেঞ্জোদারো সংস্কৃতির আগে
B. মহেঞ্জোদারো সংস্কৃতির পরে
C. একই সময়ে D. কোনোটিই নয়

36. তামা ব্যবহার করে হাতুড়ি ও ধারালো অস্ত্র তৈরির সূত্রপাত হয় কোন যুগে?
A. নব্যপ্রস্তর যুগে B. ব্রোঞ্জযুগে
C. লৌহযুগে D. তাম্রযুগে

37. তাম্রযুগের সময়কাল হচ্ছে-
A. ২৫০০-২০০০ খ্রিস্টপূর্ব B. ৩৫০০-২৩০০ খ্রিস্টপূর্ব
C. ৩৫০০-২৫০০ খ্রিস্টপূর্ব D. ৪০০০-৩৫০০ খ্রিস্টপূর্ব

38. চাকা আবিষ্কারের ফলে-
A. চাষাবাদ ত্বরান্বিত হয় B. বিনিময় প্রথা চালু হয়
C. বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয় D. ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার হয়

39. প্রত্নতত্ত্ববিদগণ প্রাগৈতিহাসিককালকে কয়টি যুগে ভাগ করেছেন?
A. দুই ভাগে B. চার ভাগে
C. তিন ভাগে D. পাঁচ ভাগে

উত্তরমালা										
27	D	28	D	29	D	30	B	31	A
32	B	33	C	34	B	35	B	36	D
37	D	38	D	39	D				

40. প্রাচীন প্রস্তর যুগকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
A. দুই ভাগে B. তিন ভাগে
C. চার ভাগে D. পাঁচ ভাগে

41. "প্রত্নতত্ত্ব হচ্ছে অতীতের ধ্বংসাবশেষ সম্পর্কিত পাঠ"-উক্তিটি কার?
A. ই.বি. টেইলর B. আর. আর. ম্যারেট
C. মর্গান D. ম্যাকাইভার

42. কারা মানুষের অতীত ইতিহাসের ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হয়?
A. ভূগোলবিদ্যা B. চিকিৎসাবিদ্যা
C. প্রত্নতাত্ত্বিকরা D. সমাজবিজ্ঞানীরা

43. কোনটি প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষের প্রধান আবিষ্কার?
A. চাকা B. হাতিয়ার
C. ঘর-বাড়ি D. কৃষি

44. সোমপুর বিহারের চারদিকে কতটি আবাসিক কক্ষ ছিল?
A. ১৫৭ B. ১৬৭
C. ১৭৭ D. ১৮৭

45. উয়ারী-বটেশ্বর কোন জেলায় অবস্থিত?
A. ঢাকা B. কুমিল্লা
C. নরসিংদী D. ময়মনসিংহ

46. মহাস্থানগড় কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
A. করতোয়া B. বুড়িগঙ্গা
C. মেঘনা D. আড়িয়াল খাঁ

47. মহাস্থানগড়ে কোন ধর্মাবলম্বীর সংস্কৃতি ও সভ্যতার নিদর্শন লক্ষ করা যায়?
A. বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী B. হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী
C. বৌদ্ধ ও মুসলিম ধর্মাবলম্বী D. বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলিম ধর্মাবলম্বী

48. কোনটি ভারতীয় উপমহাদেশে অবস্থিত সবচেয়ে বড় বৌদ্ধবিহার?
A. সোমপুর বিহার B. শালবান বিহার
C. জৈন বিহার D. আনন্দ বিহার

49. সিন্ধু সভ্যতার সড়কবাতি, রাস্তাঘাটের বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করে, এখানে ছিল-
A. শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন B. পর্যাপ্ত নাগরিক সুবিধা
C. বিভিন্ন শ্রেণির অস্তিত্ব D. আধুনিক স্থাপত্যের সমাহার

50. টেরাকোটা কী?
A. মাটির ফলক B. পোড়ামাটির ফলক
C. লাল ইট D. প্লাস্টিক সামগ্রী

উত্তরমালা										
40	B	41	A	42	C	43	B	44	C
45	C	46	A	47	D	48	A	49	B
50	B								

চতুর্থ অধ্যায়: বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠীর জীবনধারা

Race বা নৃগোষ্ঠী হচ্ছে বংশপরম্পরায় গড়ে ওঠা এমন একটা জনসমষ্টি যারা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বাস করে, একটি নির্দিষ্ট ভাষায় কথা বলে এবং নিজেদের মধ্যে আবেগগত ঐক্য অনুভব করে। **এদেশে আর্যদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত অনার্যদেরই বসতি ছিল** এবং এই **প্রাক আর্য নৃগোষ্ঠী বাঙালি জীবনের মেরুদণ্ড**। আর্যদের আগমনে জীবন উৎকর্ষমণ্ডিত হয়ে ওঠে। বস্তুত- এরাই **দ্রাবিড় ভেড্ডিডদের** পদানত করে এবং ভারতে **বর্ণাশ্রম প্রথার** সৃষ্টি করে। বাংলাদেশের অধিবাসীদের মধ্যে **আদি অস্ট্রেলীয়** প্রভাব বিদ্যমান- যাদের এখন বলা হয় **ভেড্ডিড**। এদের প্রভাব **সাঁওতাল এবং ওঁরাওদের** মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। এমনকি বাঙালি **ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থদের** মধ্যে এই ভেড্ডিডদের উপাদান রয়েছে বলে মনে বলা হয়। **আদি বাঙালি বলে অভিহিত ভেড্ডিড-দ্রাবিড়দের উপর মঙ্গোলীয় প্রভাব সুস্পষ্ট।**

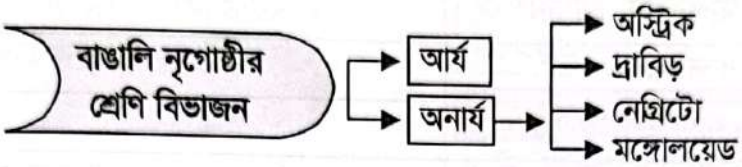

নৃগোষ্ঠীর প্রকারভেদ

নৃগোষ্ঠী কেবল অবয়বিক বা দৈহিক গঠনের বৈচিত্র্যেই বিভক্ত নয়, বরং তাদের মানসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সভ্যতা কেন্দ্রিক নানান প্রকারের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। শারীরিক প্রলক্ষণের ওপর ভিত্তিতে নৃগোষ্ঠীকে চারটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা-

ইউরোপয়েড বা ককেশীয়

ককেশীয়দের বাস প্রধানত **ইউরোপে**। বিশুদ্ধ ককেশীয় বর্ণগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছিল সম্ভবত **পশ্চিম ইউরেশিয়ায়**। বস্তুত ককেশীয় কথাটির নামকরণ করেন প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ **ব্লুমেনবাক**।

বৈশিষ্ট্য:

ককেশীয়দের প্রধান শারীরিক বৈশিষ্ট্য হলো- তাদের গায়ের রং ফ্যাকাসে সাদা থেকে গাঢ় বাদামি; দৈহিক উচ্চতার দিক দিয়ে দীর্ঘাকৃতি; তরঙ্গায়িত সোনালি বা বাদামি কেশ, সরু ও উন্নত নাক এবং সরু ঠোঁট; বাদামি থেকে নীলাভ নয়ন।

মঙ্গোলয়েড বা মঙ্গোলীয়

মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠী প্রধানত **তিনটি** উপরিভাগে বিভক্ত। যথা-

(ক) মহাদেশীয় বা উত্তর মঙ্গোলীয়

(খ) প্রশান্ত মহাসাগরীয় বা দক্ষিণ মঙ্গোলীয়

(গ) আমেরিকান রেড ইন্ডিয়ান।

বৈশিষ্ট্য:

মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠীর এ ত্রিধারার বিস্তারন এশিয়া ও আমেরিকা মহাদেশে ঘটে। তাদের চোখের পাতায় বিশেষ ধরনের ভাঁজ আছে। চোখের পাতার এ বিশেষ ভাঁজকে **'এপিকেনথিক ভাঁজ'** বলা হয়। তাদের দেহের তুলনায় পা মধ্যমাকৃতি অথবা বেঁটে ধরনের।

নিগ্রোয়েড বা নিগ্রো

নিগ্রো নৃগোষ্ঠীর নামকরণ করা হয়েছে **ল্যাটিন** শব্দ 'Niger' থেকে Niger-এর ইংরেজি পরিভাষা হচ্ছে Black। নিগ্রো নৃগোষ্ঠী প্রধানত **আফ্রিকার অধিবাসী**।

বৈশিষ্ট্য:

নিগ্রো নৃগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো- গায়ের রং কয়লা-কালো। নিগ্রো নৃগোষ্ঠী প্রধানত দুটি ধারায় বিভক্ত; যথা: আফ্রিকার নিগ্রো ও অস্ট্রেলীয় নিগ্রো। আফ্রিকার নিগ্রোরা দক্ষিণ আফ্রিকা, মধ্য আফ্রিকা, সুদান ও পূর্ব আফ্রিকার আধিবাসী। অস্ট্রেলীয় নিগ্রোরা মেলানেশিয়া, আন্দামান দীপপুঞ্জ, অস্ট্রেলিয়া ও সিংহল অঞ্চলে বিস্তার ঘটিয়েছে।

অস্ট্রালয়েড বা অস্ট্রেলীয়

নৃতত্ত্ববিদগণ উপর্যুক্ত **তিনটি** বিভাগের সাথে নৃগোষ্ঠীর যে বিভাগটি যুক্ত করেন তাকে বলা হয় অস্ট্রালয়েড বা অস্ট্রেলীয়। সামগ্রিকভাবে **অস্ট্রেলীয় আদিবাসীদের** জাতিচরিত্র নিগ্রোদের আকৃতির সাথে অনেক ক্ষেত্রেই ঘনিষ্ঠ রয়েছে।

বৈশিষ্ট্য:

অস্ট্রেলীয় নৃগোষ্ঠীকে আদি-অস্ট্রেলীয় ও ইন্দো-অস্ট্রেলীয় হিসেবে লক্ষ্য করা যায়। তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রলম্বিত ভ্রূঅস্থি এবং মোটা ঠোঁট।

বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও অবস্থান

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী	অবস্থান (পার্বত্য অঞ্চলীয় জেলা)
চাকমা	রাঙ্গামাটি (প্রধান আবাসস্থল), খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও কক্সবাজার
ত্রিপুরা (টিপরা)	রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি (প্রধান আবাসস্থল), সিলেট, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী
মারমা	রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি
লুসাই	রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি
খুমি	বান্দরবান (রুমা, লাসা ও থানচি উপজেলায়)
খিয়াং	রাঙামাটি, বান্দরবান, চট্টগ্রাম
পাংখোয়া	রাঙামাটি, বান্দরবান
চাক	বান্দরবান (লামা উপজেলায়)
বনযোগী (বম)	রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি
তঞ্চঙ্গা	রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার
মগ	বান্দরবান, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও পটুয়াখালী
মুরং (ম্রো)	বান্দরবান (চিম্বুক পাহাড়ের পাদদেশে)
উপজাতি	**উত্তরাঞ্চল (উঃ ও পশ্চিমাঞ্চলের জেলা)**
রাজবংশী	রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়া, ময়মনসিংহ
ওঁরাও	রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়া
সাঁওতাল	রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর
কোল	রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
গারো (মান্দি)	ময়মনসিংহ, শেরপুর, নেত্রকোনা, জামালপুর, টাঙ্গাইল, সুনামগঞ্জ, সিলেট, গাজীপুর
হাজং	ময়মনসিংহ (প্রধান আবাসস্থল), নেত্রকোনা, শেরপুর, সিলেট
হাদুই	নেত্রকোনা জেলার শ্রীবর্দী ও বিরিশিরি অঞ্চলে
উপজাতি	**বৃহত্তম সিলেট অঞ্চলে**
মনিপুরী	সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার (প্রধান আবাসস্থল)
খাসিয়া (খাসি)	সিলেট (জৈন্তিয়া পাহাড়ে), সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার
শবর	মৌলভীবাজার, সিলেট
মুণ্ডা	সিলেট (চা বাগানে), যশোর, খুলনা
পাত্র	সিলেট
উপজাতি	**দক্ষিণ ও উপকূলীয় অঞ্চল**
রাখাইন	পটুয়াখালী, বরগুনা, কক্সবাজার
মৌয়ালা	সুন্দরবন অঞ্চল

CamScanner

প্রধান প্রধান ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পরিচয়

চাকমা

- বাংলাদেশের বৃহত্তম ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী চাকমা সম্প্রদায় নিজেদেরকে বলে- চাঙমা।
- চাকমা সমাজের মূল অংশ- পরিবার।
- কয়েকটি চাকমা পরিবার নিয়ে গঠিত হয় আদাম, গ্রাম বা পাড়া। গ্রামপ্রধানকে বলা হয়- কারবারি।
- কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গঠিত হয়- মৌজা।
- কয়েকটি মৌজা মিলে গঠিত হয়- চাকমা সার্কেল।
- চাকমারা মঙ্গোলীয় ধারার মানুষ।

বিবাহ

চাকমা সমাজে গোষ্ঠীভেদে অন্তর্বিবাহ উভয়ই প্রচলিত। কোনো ছেলে বিয়ের উপযুক্ত হলে পিতা-মাতা বা আত্মীয়-স্বজন নিজেদের মধ্যে ঘরোয়া আলোচনা করে। এ আলোচনাকে 'মাইন মাং' বলে। কোথাও কনের খোঁজ পেলে ছেলের পিতা 'মাইন মাং'- এর আয়োজন করে।

মারমা

- বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী মারমারা পূর্বে পরিচিত ছিল- মগ নামে।
- মারমাদের পারিবারিক কাঠামো- পিতৃতান্ত্রিক।
- মারমা গ্রামকে বলে- রোয়া (গ্রামপ্রধান- কারবারি)।
- মৌজা প্রধানকে বলে- হেডম্যান।
- সার্কেল প্রধানকে বলে- বোমাং চীফ বা বোমাং রাজা।
- মারমারা মঙ্গোলয়েড নৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

সাঁওতাল

- সাঁওতাল সমাজের পারিবারিক কাঠামো- পিতৃতান্ত্রিক।
- সাঁওতাল সমাজের মূলভিত্তি- গ্রামপঞ্চায়েত।
- পঞ্চায়েত পরিচালনা করেন- ৫ জন মাঝি পরাণিক।
- সিধু মুরমু ও কানু মুরমু'র নেতৃত্বে ব্রিটিশ ভারতে ঔপনিবেশিক ও জমিদারি শাসন বিরোধী আন্দোলন 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' সংঘটিত হয়- ১৮৫৫ সালে।
- 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' দিবস- ৩০ জুন।

নৃগোষ্ঠীগত পরিচয়

দৈহিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্যগত দিক দিয়ে সাঁওতালদেরকে বিশুদ্ধ প্রাক-দ্রাবিড়ীয় গোষ্ঠীর প্রতিনিধি মনে করা হয়। তবে সাঁওতালদের সাথে অস্ট্রেলীয় কৌমগুলোর বেশ মিল লক্ষ করা যায় বলে তাদেরকে অনেক সময় আদি অস্ট্রেলীয় বলা হয়।

পরিবার ও বিবাহ প্রথা

সাঁওতাল সম্প্রদায় **পিতৃতান্ত্রিক**। সাঁওতাল সম্প্রদায়ে পিতার সম্পত্তিতে পুত্রদের সমান অধিকার, কন্যার কোনো দাবি নেই। সাঁওতালদের সমাজে **বহির্গোত্র বিবাহ** ব্যবস্থা প্রচলিত এবং একই গোত্রের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। সাঁওতাল সমাজে বিবাহ প্রথা ছয় ধরনের। যথা-

১. কাপলা	৪. নিরবোলক
২. গরদি জাওয়ে	৫. সবঙ্গা
৩. ইতুত	৬. কিরিভ জাওয়ে।

মণিপুরী

- 'মৈ তৈ' নামেও মণিপুরীদের অভিহিত করা হতো।
- মণিপুরীদের পূর্বপুরুষের নাম- পাখাংবা।
- মণিপুরীরা ৩টি গোত্রে বিভক্ত- মৈ তৈ মণিপুরী, পাঙন মণিপুরী ও বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী।

পরিচয়

জে. সেক্সপিয়র-এর মতে, মণিপুরিরা ভারতের আসাম রাজ্যের **কুকীদের** অন্তর্গত। মণিপুরিদের শারীরিক গঠন কাঠামো পরীক্ষার মাধ্যমে শরীর বিজ্ঞানীরা **বার্মিজ চীনাদের** সাথে মণিপুরিদের বেশ সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। মণিপুরিদের নৃত্যের মধ্যে **'লাই-হারা উবা'** হলো উল্লেখযোগ্য।

গারো

- মা পরিবারের প্রধান ও সম্পত্তির অধিকারী।
- তাদের সমাজব্যবস্থায় সম্পত্তির অধিকারী মেয়েরা।
- নিজেদেরকে পরিচয় দিয়ে থাকে- 'আচিকমান্দি' নামে। 'আচিক' শব্দের অর্থ পাহাড় ও 'মান্দি' শব্দের অর্থ মানুষ; অর্থাৎ 'পাহাড়ি মানুষ' হিসেবে।
- গারো মূলত মঙ্গোলয়েড নৃগোষ্ঠীর অন্তর্গত।

বিবাহ রীতি

গারো সমাজে একপতি-পত্নীক বিবাহ রীতি বেশি লক্ষ করা যায়। এখানে প্যারালাল কাজিন বিবাহ নিষিদ্ধ এবং বিবাহ অনুমোদিত।

খাসিয়া

- অন্যনাম- খাসি।
- খাসিয়া গ্রামগুলো পরিচিত- পুঞ্জি নামে।
- পুঞ্জি প্রধানকে বলা হয়- সিয়েম।
- তাদের সমাজব্যবস্থায় সম্পত্তির মালিক কনিষ্ঠ কন্যা। কিন্তু অন্য বোনরাও ভাগ পায়।
- খাসিয়ারা আদি মঙ্গোলয়েড নৃগোষ্ঠীর অন্তর্গত।

CamScanner

বিবাহ ব্যবস্থা

খাসিয়া সমাজে বিয়ের পর স্বামীকে স্ত্রীর মায়ের বাড়িতে বসবাস করতে হয়। খাসিয়া সমাজে **স্বগোত্র এবং একত্রে দুই বোনকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ ছিল।** খাসিয়াদের মধ্যে দুই ধরনের বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। **যেমন-** মনোমালিন্য বিবাহ ও বন্দোবস্ত বিবাহ।

খাসিয়া নৃত্য

খাসিয়াদের নৃত্যের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো 'নোংগক্রেম' নাচ।

কোচ

উৎপত্তি

কোচদের আদিনিবাস ভারতের কুচবিহার।

নৃগোষ্ঠীগত পরিচয়

হার্বার্ট রিজলের মতানুসারে মূলত কোচ রাজবংশী সম্প্রদায়ভুক্ত মনে করেন। তিনি তাদেরকে **দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয়** নৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

পরিবার

কোচদের পারিবারিক কাঠামো হলো **পিতৃতান্ত্রিক।**

বিবাহ অবস্থা

কোচদের নিজ গোত্রের মধ্যে বিবাহ ব্যবস্থা নিষিদ্ধ এবং বহির্গোত্রে বিবাহ ব্যবস্থা বিদ্যমান। কোচ সমাজে তিন ধরনের বিবাহ প্রথা প্রচলন আছে। যথা- জাত বিয়ে, পাপমান্নি বিয়ে এবং পাপাই কাকান বিয়ে।

রাখাইন

- রাখাইনদের অধিকাংশই মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর লোক।

বিবাহ রীতি

রাখাইনদের মধ্যে ক্রস কাজিন বিবাহ এবং একপতি-পত্নীক বিবাহ প্রচলিত।

শিক্ষা

রাখাইন শিশুদের প্রথম পাঠ বা হাতেখড়ি শুরু হয় বৌদ্ধ মন্দিরের পাঠশালায়। এই পাঠশালা 'কিয়ং' নামে অভিহিত।

আরো জানতে হবে

- বাংলাদেশে বসবাসরত মুসলিম নৃগোষ্ঠী- পাঙন (মৌলভীবাজার)।
- উপজাতিদের ভাষার সংখ্যা- ৩২ টি।
- মগ গোষ্ঠীদের আদিনিবাস- আরাকান (মিয়ানমারে)।
- পুত্র পিতার পরিচয়ে এবং কন্যা মাতার পরিচয়ে পরিচিত হয়- ত্রিপুরা সমাজে।
- মগ নামের জনগোষ্ঠী বর্তমানে পরিচিত- মারমা নামে।
- বাংলাদেশে বসবাস নেই- মাওরি (এরা নিউজিল্যান্ডের আদিবাসী)।
- রাখাইনরা বাংলাদেশে এসেছে- মিয়ানমার থেকে।
- 'কুকি' নৃগোষ্ঠী বাস করে- বান্দরবানে।
- 'খ্যাং' নৃগোষ্ঠীর আবাসস্থল- রাঙামাটি (কাপ্তাই ও রাজস্থলী)
- মুরংদের দেবতার নাম- ওরেং; এদের উৎসবের নাম- মুৎসলোং।
- পুরুষের চেয়ে বেশী বয়স্ক মেয়ে বিয়ে করে- তঞ্চঙ্গা নৃগোষ্ঠী।
- প্রধান পেশা কৃষি- চাকমা, মারমা ও মুরং সম্প্রদায়ের।
- জুম চাষ হলো- পাহাড়ের ঢালু জায়গায় জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষাবাদ। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলাসমূহে (রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি) জুম চাষ হয়।
- জুম চাষের বিকল্প পদ্ধতির নাম- সল্ট।
- বাংলাদেশের প্রথম চাকমা তথা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মেজর জেনারেল- অনুপ কুমার চাকমা।
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানকে বলে- বৈসাবি।
- 'কঠিন চীবর দান' হলো- বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব। রাঙামাটির রাজবন বিহারকে কেন্দ্র করে সারা বাংলাদেশে উৎসবটি পালিত হয়।
- ওঁরাওদের গ্রামপ্রধানকে বলে- মাহাতো।
- ত্রিপুরা সমাজে তারা দলবদ্ধভাবে বাস করে, তাদের দলকে বলা হয়- দফা।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের উৎসব, ভাষা, ধর্ম ও দেবতা

উৎসব

- চাকমা- বিজু (বর্ষবরণ) ফাল্গুনী পূর্ণিমা (ধর্মীয়)
- ত্রিপুরা- বৈসু (বর্ষবরণ)
- মারমা- সাংগ্রাই (বর্ষবরণ)
- গারো- ওয়াংগালা
- সাঁওতাল- সোহরাই
- ওঁরাও- ফাগুয়া
- রাখাইন- সাংক্রে, জলকেলি
- মুরং- ছিয়াছত, মুৎসলেং
- মাহাতো- সহব্রায়
- মণিপুরী- মহারাস লীলা

ভাষা

- ত্রিপুরা- ককবরক
- সাঁওতাল- সাঁওতালী
- ওঁরাও- কুরুখ / শাদ্‌রি
- গারো- মান্দি, আচিক খুসিক, অকে
- খাসিয়া- মন খেমে
- মগ (মারমা+রাখাইন)- পালি
- মুরং- রেংমিচটা

ধর্ম

- বৌদ্ধ- চাকমা, মারমা, খুমি, তঞ্চঙ্গ্যা, রাখাইন, মুরং
- হিন্দু- ত্রিপুরা, হাজং, পাংখোয়া, সাঁওতাল
- খ্রিস্টান- লুসাই, খাসিয়া, গারো, সাঁওতাল
- বৈষ্ণব- ডালু, মণিপুরী
- ইসলাম- পাঙন
- প্রকৃতি পূজারি- মুণ্ডা, ওঁরাও, রাজবংশী

দেবতা

- খাসিয়া- উব্লাই নাংথউ
- ওঁরাও- ধরমী বা ধরমেশ
- গারো- তাতারা রাবুকা, সালজং
- সাঁওতাল- চান্দোবোংগা

বৈসাবি

বাংলাদেশে ৩ আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর বর্ষবরণ উৎসব 'বৈসাবি'। বর্ষবরণ উৎসবকে ত্রিপুরারা 'বৈসু', মারমারা 'সাংগ্রাই' ও চাকমারা 'বিজু' বলে অভিহিত করে। বৈসু, সাংগ্রাই, বিজু এই তিন নামের আদ্যাক্ষর নিয়ে বৈসাবি নামের উৎপত্তি। চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে এই উৎসবের আয়োজন করে। সাধারণত বছরের শেষ দুইদিন এবং নতুন বছরের প্রথম দিন বর্ষবরণ উৎসব 'বৈসাবি' পালিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলায়।

নদীতে ফুল ভাসিয়ে 'বৈসাবি' উৎসব উদ্‌যাপন

মারমা ও রাখাইন সম্প্রদায়ের 'সাংগ্রাই' উৎসবের অন্যতম আয়োজন 'জলকেলি'।

অনুশীলনী

01. গারোদের নামকরণ করা হয়েছে কোনটির নামানুসারে?
A. গারো পাহাড় B. গারো দেবতা
C. গারো প্রদেশ D. গারো ধর্ম

02. গারোদের স্থানীয় ভাষার নাম কী?
A. আরাকান ভাষা B. মান্দি ভাষা
C. বাংলা ভাষা D. ফারসি ভাষা

03. কীভাবে মৌজা গঠিত হয়?
A. কয়েকটি গ্রাম নিয়ে B. কয়েকটি পরিবার নিয়ে
C. কয়েকটি আদাম নিয়ে D. কয়েকটি সার্কেল নিয়ে

04. চাট্টী হলো গারো সমাজের-
A. ভাষার নাম B. একটি অনুষ্ঠানের নাম
C. বৈবাহিক রীতির নাম D. সর্ববৃহৎ গোত্রের নাম

05. মারমারা নিচের কোন ধর্মাবলম্বীর?
A. ইসলাম B. হিন্দু
C. খ্রিস্ট D. বৌদ্ধ

06. রাখাইন জনগোষ্ঠী নিচের কোন অঞ্চলে বসবাস করে?
A. দিনাজপুর B. ময়মনসিংহ
C. মৌলভীবাজার D. পটুয়াখালী

07. রাখাইনদের সবচেয়ে বড় উৎসব কোনটি?
A. বসন্ত উৎসব B. বিজু উৎসব
C. কৈনা গৎ উৎসব D. সাংগ্রে উৎসব

08. মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম কী?
A. হোমো-সেফিয়েন্স B. সোমে- সেফিয়েন্স
C. কিউইবালফিড্র D. অব্রোগভাসটন

09. ইউরোপয়েড বা ককেশীয় বর্ণগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছিল-
A. পূর্ব ইউরেশিয়ায় B. পশ্চিম ইউরেশিয়ায়
C. উত্তর ইউরেশিয়ায় D. দক্ষিণ ইউরেশিয়ায়

10. ককেশীয় কথাটির নামকরণ করেন কোন নৃতত্ত্ববিদ?
A. ই.বি. টেইলর B. মেয়ার
C. আর.টি. শেফার D. ব্লুমেনবাক

11. নিগ্রো নৃগোষ্ঠীর নামকরণ করা হয়েছে কোন ভাষার শব্দ থেকে?
A. ল্যাটিন B. ফরাসি
C. ইতালীয় D. সংস্কৃত

12. Niger-এর ইংরেজি পরিভাষা হচ্ছে-
A. Blue B. Black
C. Red D. White

13. মঙ্গোলয়েড নৃগোষ্ঠী প্রধানত কতটি উপরি ভাগে বিভক্ত?
A. ২ B. ৩ C. ৪ D. ৫

14. মঙ্গোলয়েড নৃগোষ্ঠী প্রধান কোন বর্ণের?
A. হলদে B. ধূসর
C. বাদামি D. সাদা লালচে

15. নৃ শব্দের অর্থ কী?
A. নিগ্রো B. পুরাতন
C. সূর্য D. মানুষ

16. বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে যেসব নরগোষ্ঠীর প্রভাব বেশি-
A. নিগ্রো ও মঙ্গোলীয় B. ককেশীয় ও ভেডিডড
C. মঙ্গোলীয় এবং ককেশীয় D. মঙ্গোলীয় এবং ভেডিডড

17. নিচের কোন জনগোষ্ঠী অস্ট্রালয়েড নৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত?
A. চাকমা B. কোচ
C. রাখাইন D. সাঁওতাল

18. চাকমা সমাজে কোন সংগঠনের প্রধানকে হেডম্যান বলা হয়?
A. পাড়া B. আদাম
C. মৌজা D. সার্কেল

19. চাকমা সমাজের অপেক্ষাকৃত সর্ববৃহৎ সংগঠন কোনটি?
A. আদাম B. মৌজা
C. সার্কেল D. পরিবার

20. চাকমাদের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানকে কী বলা হয়?
A. সাংগ্রেং B. বিজু
C. শিব পূজা D. লক্ষ্মী পূজা

21. চাকমারা আগে কোন ভাষায় কথা বলত?
A. ফরাসি B. আরকানি
C. ল্যাটিন D. ফারসি

22. গারোদের ঐতিহ্যবাহী ধর্মের নাম-
A. বৈষ্ণব B. সর্বপ্রাণবাদ
C. জৈন D. সাংসারেক

23. সাঁওতালদের দেবতাকে বলা হয়-
A. গোজেন B. তাতুরা
C. বোঙ্গা D. আন্দাহুরা

24. খাসিয়ার পারিবারিক কাঠামো হলো-
A. পিতৃপ্রধান B. মাতৃপ্রধান
C. পিতৃ ও মাতৃ উভয়ই D. বহুরকম

25. বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তর নৃগোষ্ঠী কোনটি?
A. মারমা B. রাখাইন
C. গারো D. মণিপুরি

উত্তরমালা									
01	A	02	B	03	B	04	D	05	D
06	D	07	D	08	A	09	B	10	D
11	A	12	B	13	B				

উত্তরমালা									
14	C	15	D	16	D	17	D	18	C
19	C	20	B	21	B	22	D	23	C
24	B	25	A						

ষষ্ঠ অধ্যায়: বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহুরে সমাজ

গ্রামীণ সমাজ হচ্ছে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকা, যেখানে রয়েছে চারদিকে আবাদযোগ্য জমি, ফসলের মাঠ, গুচ্ছ গুচ্ছ গ্রামীণ বসতভিটে এবং একই সাথে অনেকগুলো পরিবারের বসবাস।

ড. আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী A Bangladesh Village : A Social Stratification শীর্ষক গ্রন্থে বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের স্তরবিন্যাসকে ৩টি শ্রেণিতে আলোচনার জন্য বলেছেন। যথা:

(১) শ্রেণি

শ্রেণিকে অর্থনীতি তথা ভূমির ওপর ভিত্তি করে স্তরবিন্যাস করা যায়। এটি আবার তিনটি ভাগে বিন্যস্ত। যথা-

(ক) প্রান্তিক জমির মালিক

- বাংলাদেশের গ্রাম সমাজে এরা ভূমির মালিক বা ধনিক শ্রেণি।
- এরা জমি বিভিন্ন চুক্তির মাধ্যমে বর্গা দিয়ে উৎপাদন করে বলে সমাজে সম্মানিত।

(খ) বর্গাচাষি

- শ্রেণির দ্বিতীয় পর্যায় হলো 'বর্গাচাষি'।
- এরা প্রান্তিক জমির মালিকদের নিকট থেকে বিভিন্ন চুক্তির মাধ্যমে জমি বর্গা নিয়ে চাষাবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করে।
- এদের সামান্য নিজস্ব জমি আছে যা প্রয়োজনের তুলনায় অতি অল্প।

(গ) ভূমিহীন মজুর কৃষক

- শ্রেণির তৃতীয় পর্যায় হলো 'ভূমি মজুর কৃষক'।
- এরা প্রান্তিক জমির মালিক এবং বর্গাচাষিদের জমিতে দিন মজুরির কাজ করে।
- এদের কোনো নিজস্ব জমি নেই; অর্থাৎ দিন আনে দিন খায়।
- এদের সঙ্গে উপর্যুক্ত দুটি শ্রেণির সামাজিক দূরত্ব বিদ্যমান।

(২) মর্যাদা

Status বা মর্যাদাকে দুটি দিক থেকে দেখানো যায়। যথা-
(ক) মুসলমানদের অনুসারে এবং (খ) হিন্দুদের অনুসারে।

(ক) মুসলমানদের অনুসারে

Status এর ভিত্তিতে মুসলমানদেরকে ৫টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

- মুসলমানদের মধ্যে উচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী হলো খান্দান শ্রেণি।
- মুসলমানদের মধ্যে দ্বিতীয় স্তরে আছে গৃহস্থ এদের কাজ হলো জমি চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করা।
- তৃতীয় স্তরে আছে কামলা বা মজুর। এরা সাধারণত গৃহস্থদের জমিতে কাজ করে।
- চতুর্থ স্তরে অবস্থান করেছে বুড্ডাই শ্রেণি এবং এদের কাজ হলো বিভিন্ন প্রকার চাটায়, হোঁচায়, কোলা (বাঁশের তৈরি) ইত্যাদি তৈরি করে।
- মর্যাদার ভিত্তিকে সর্বনিম্ন স্তরে আছে জোলা শ্রেণি। এদের কাজ হলো কাপড় তৈরি করা।

(খ) হিন্দুদের অনুসারে

মর্যাদার ভিত্তিতে হিন্দুদেরকে তিনটি শ্রেণিতে পৃথক করা হয়েছে। যথা-

- উচ্চতরশ্রেণি- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য।
- মধ্যতর শ্রেণি- এরা অস্পৃশ্য শ্রেণি (যেমন- হরিজন সম্প্রদায়)।
- নিম্নতর শ্রেণি- শূদ্র।

(৩) ক্ষমতা

ক্ষমতার ভিত্তিতে বাংলাদেশের গ্রাম সমাজের স্তরবিন্যাসকে ৫টি ভাগে দেখানো যেতে পারে। যথা-

(ক) **আনুষ্ঠানিক নেতা:** সাধরণত এরা চেয়ারম্যান, মেম্বার জাতীয় শ্রেণি। এরা ধনী কৃষক পরিবার থেকে আগত।
(খ) **অনানুষ্ঠানিক নেতা:** এরা গ্রামের মোড়ল বা মাতব্বর শ্রেণি।
(গ) **চাপসৃষ্টিকারী নেতা:** এরা চেয়ারম্যান, মেম্বার বা মোড়লদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে।
(ঘ) **সক্রিয় নেতা:** এরা গ্রামের কোনো গোলমাল বা বিতর্কিত বিষয়ের প্রতি আগ্রহী এবং মতামত প্রকাশে ইচ্ছুক।
(ঙ) **নিষ্ক্রিয় সদস্য:** এরা গ্রামের সাধারণ শ্রেণি। এরা শালিস-দরবারে তেমন উপস্থিত হয় না এবং হলেও নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশের নগর সমাজের স্তরবিন্যাস

বাংলাদেশে নগর সমাজের মানদণ্ড বা নির্ঘণ্টকসমূহ হলো-

- সম্পত্তি এবং আয়
- ক্ষমতা
- শিক্ষা
- বাসস্থান

গ্রাম ও সমাজের কাঠামো

বাংলাদেশে গ্রাম সমাজের ক্ষমতা কাঠামোর প্রকৃতি হলো-

- ভূমি
- জেন্ডার
- শিক্ষা
- বংশমর্যাদা

আরো জানতে হবে

- পরিবার হচ্ছে- সমাজের মৌলিক এবং ক্ষুদ্রতম সংগঠন।
- গ্রামীণ অর্থব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে- কৃষি।
- গ্রামীণ সমাজের পরিবর্তনশীল যে ধারা প্রতিফলিত হয় তার মূলে- শিক্ষার ভূমিকা সর্বাধিক।
- মানব সমাজ- পরিবর্তনশীল।

অনুশীলনী

01. গ্রামীণ বাংলাদেশের প্রধান অর্থনৈতিক সম্পদ কোনটি?
A. বাড়ি B. ব্যবসায়
C. ভূমি D. শিল্পকারখানা

02. বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে কোনো এলাকায় কমপক্ষে কত জনগণ থাকলে তাকে নগর বলা যায়?
A. চার হাজার B. পাঁচ হাজার
C. ছয় হাজার D. সাত হাজার

03. সমাজের মৌল কাঠামো কোনটি?
A. বংশ মর্যাদা B. উৎপাদন ব্যবস্থা
C. জ্বালানি ব্যবস্থা D. স্বচ্ছল অর্থনীতি

04. কোনটি নগর সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য?
A. খেলাধুলা B. ধর্মানুরাগী
C. সংগীত চর্চা D. নারী স্বাধীনতা

05. যেসব কৃষক নিজ জমিতে চাষাবাদ করে কোনো রকমে নিজেদের ভরণ-পোষণ করে তাদের কী বলা হয়?
A. প্রান্তিক কৃষক B. দরিদ্র কৃষক
C. বর্গাচাষি D. দিনমজুর

06. গ্রামীণ সমাজে লক্ষণীয়-
A. অকৃষিভিত্তিক পেশা B. মহাজনি দাদন ব্যবসা
C. কর্মসংস্থানের অধিক্য D. কৃত্রিম আন্তরিকতা

07. গ্রাম-সমাজের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য কোনটি?
A. অকৃষি পেশা B. সামাজিক গতিশীলতা কম
C. স্তরবিন্যাসের বৈচিত্র্য D. অপ্রতিবেশীসুলভ

08. শহরে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য কোনটি?
A. বৃহৎ আকৃতির B. খুবই জটিল
C. সমজাতীয় D. আন্তরিক

09. বাংলাদেশের গ্রামগুলো থেকে কেন মানুষ শহরে স্থানান্তরিত হচ্ছে?
A. গ্রামে কর্মসংস্থানের অভাব B. গ্রামে জীবনধারণ কঠিন
C. গ্রামে শিক্ষার হার কম D. গ্রামে নিরাপত্তার অভাব

10. শহরে জনসংখ্যার আকার ও ঘনত্ব বেশি কেন?
A. ভূমির আয়তন বেশি বলে
B. পরিবার পরিকল্পনার জন্য
C. শিল্পায়ন ও নগরায়ণের কারণে
D. অনিয়ন্ত্রিত সমাজব্যবস্থার কারণে

11. মুসলমানদের মধ্যে উচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী হলেন-
A. বুড্ডাই শ্রেণি B. মজুর শ্রেণি
C. খান্দান শ্রেণি D. গৃহস্থ শ্রেণি

12. গ্রামীণ সমাজে সামাজিক স্তরবিন্যাসের মূলভিত্তি কী?
A. শিক্ষা B. বংশমর্যাদা
C. ক্ষমতা D. ভূমির মালিকানা

13. ক্ষমতার ভিত্তিতে নগর সমাজে কয়টি স্তর পরিলক্ষিত হয়?
A. দুইটি B. তিনটি C. চারটি D. পাঁচটি

14. ব্যক্তির ক্ষমতা ও মর্যাদা তৈরির ক্ষেত্রে কোনটি বড় নির্ধারক?
A. সম্পত্তি B. শিক্ষা
C. পেশা D. সামাজিকতা

15. গ্রামীণ সমাজের পরিবারের প্রধান কর্ম কী?
A. পশুপালন B. কুটির শিল্প
C. চাষাবাদ D. ব্যবসা

16. বাংলাদেশের গ্রাম সমাজে ক্ষমতার প্রধান উৎস কোনটি?
A. শিল্পকারখানার মালিক B. ভূমি মালিকানা
C. উচ্চ পেশাগত অবস্থান
D. রাজনৈতিক দলের সদস্যপদ

17. গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর প্রধান বাহন কোনটি?
A. ভূমি B. শিক্ষা C. বংশমর্যাদা D. পেশা

18. কোন শ্রেণির জনগোষ্ঠী গ্রামীণ সমাজে উচ্চ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত?
A. ভূমি মালিক B. প্রান্তিক চাষি
C. বর্গাদার চাষি D. ভূমিহীন চাষি

উত্তরমালা									
01	C	02	B	03	B	04	C	05	A
06	B	07	B	08	B	09	A		

উত্তরমালা									
10	C	11	C	12	D	13	B	14	A
15	C	16	B	17	A	18	A		

সপ্তম অধ্যায়: বাংলাদেশে পরিবার, বিবাহ এবং জ্ঞাতিসম্পর্ক

বিবাহ একটি সার্বজনীন সামাজিক প্রতিষ্ঠান। বিবাহের ভিত্তিতেই সৃষ্টি হয় নতুন পরিবারের। পরিবার হচ্ছে মানব সমাজের মৌলিক এবং ক্ষুদ্রতম প্রাচীন সংগঠন। পরিবারের ইংরেজি Family শব্দটি ল্যাটিন Familia থেকে নেওয়া হয়েছে, যার অর্থ সেবক।

বিবাহের বৈশিষ্ট্য

- বিবাহ হলো চিরন্তন সত্য।
- এটি একটি সামাজিক চুক্তি।
- বৈবাহিক বন্ধন স্থায়ী।
- বিবাহ সামাজিক স্বীকৃতি অর্জন করে।
- বিবাহ কিছু সাধারণ বা সামাজিক বা ধর্মীয় উৎসবের সাথে সম্পৃক্ত।
- বিবাহের মাধ্যমে বিভিন্ন জ্ঞাতিগোষ্ঠীর সাথে সম্পর্কের হাল সৃষ্টি করা হয়।

পরিবারের বৈশিষ্ট্য

ম্যাকাইভার ও পেজ Society বইয়ে পরিবারের ৫টি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেন। বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:

১. যুগল সম্পর্ক।
২. বিবাহের মাধ্যমে নারী-পুরুষের মধ্যে স্থায়ী যৌন সম্পর্ক সৃষ্টি।
৩. বংশানুক্রমে পরিবারের বিকাশ লাভ।
৪. সাধারণ বাসস্থান বা একই গৃহে অবস্থান।
৫. একটি অর্থনৈতিক পদ্ধতির মাধ্যমে গোষ্ঠী পরিচালনা।

আকারের ভিত্তিতে পরিবার

পরিবারের আকারের ভিত্তিতে পরিবার তিন প্রকার। যথা-

অণু পরিবার	স্বামী-স্ত্রী এবং তাদের সন্তান-সন্ততি নিয়ে যে পরিবার গঠিত হয় তাকে অণু পরিবার বলে।
যৌথ পরিবার	যে পরিবারে স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ছাড়াও স্বামীর ভাই-বোন, পিতা-মাতা একত্রে বাস করে সেই পরিবারকে যৌথ পরিবার বলে।
বর্ধিত পরিবার	একক পরিবারের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে যে পরিবার গঠিত হয় তাকে বর্ধিত পরিবার বলে।

জ্ঞাতিসম্পর্ক

জ্ঞাতিসম্পর্ক সমাজ সংগঠনের মৌল প্রতিপাদ্য বিষয়। বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থাতে চার ধরনের জ্ঞাতিসম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। যথা-

১. জৈবিক বা রক্ত সম্পর্কিত বন্ধন

জৈবিক সম্পর্ক যাদের মধ্যে বিদ্যমান তাদের মধ্যকার জ্ঞাতিসম্পর্ককে রক্ত সম্পর্কিত জ্ঞাতিসম্পর্ক বলে। এগুলো জন্মগতভাবে হয়ে থাকে। যেমন- বাবা, মা, ভাই-বোন, চাচা, মামা ইত্যাদি।

২. বৈবাহিক বন্ধন

কোনো মহিলা বা পুরুষ তাদের শ্বশুর-শাশুড়ি বা শ্বশুর-শাশুড়ি পক্ষের জ্ঞাতিদের সাথে বৈবাহিক বন্ধনে সম্পর্কযুক্ত। যেমন- স্বামীর সাথে স্ত্রীর সম্পর্ক।

৩. কাল্পনিক বন্ধন

এ ধরনের জ্ঞাতিসম্পর্ক সাধারণত কল্পনার ওপর বা মানের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। রক্ত বা বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ নয়। যেমন- পিতার বন্ধু-বান্ধবদেরকে বিভিন্নভাবে সম্বোধন করে থাকি। যেমন- চাচা, কাকা।

৪. কৃত্রিম বন্ধন বা প্রথাগত বন্ধন

গ্রাম এলাকায় সাধারণত একটা প্রথা দেখা যায় যে, একে অন্যের সাথে সম্পর্ক খুব গাঢ় হলে তখন তাকে ধর্মের ভাই কিংবা ধর্মের পিতা, মা, বোন ইত্যাদি বলে সম্বোধন করে। আবার নামের সাথে নাম মিললে দোস্ত, মিতা, সাথী বলে সম্বোধন করা হয়।

অনুশীলনী

01. পরিবার গঠনের পূর্বশর্ত কী?
A. বিবাহ B. সামাজিকীকরণ
C. পারস্পরিক সম্পর্ক D. ভালোবাসা

02. বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে কোন ধরনের পরিবার ব্যবস্থা দেখা যায়?
A. একক পরিবার B. যৌথ পরিবার
C. অণু পরিবার D. মাতৃতান্ত্রিক পরিবার

03. বাংলাদেশের শহরাঞ্চলের পরিবারগুলো মূলত-
A. অণু পরিবার B. যৌথ পরিবার
C. নয়াবাস পরিবার D. মাতৃপ্রধান-পরিবার

04. মানবসমাজের একটি শাশ্বত ও বিশ্বজনীন সংগঠন হলো-
A. পরিবার B. সমাজ
C. অফিস-আদালত D. ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান

05. নগর সমাজে কোন ধরনের পরিবার বেশি দেখা যায়?
A. যৌথ B. বর্ধিত
C. অণু D. মাতৃতান্ত্রিক

06. কীসের মাধ্যমে মানুষের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের সূচনা ঘটে?
A. বিবাহের মাধ্যমে B. পরিবারের মাধ্যমে
C. সন্তান প্রজননের মাধ্যমে D. দলবদ্ধ বসবাসের মাধ্যমে

07. মায়ের ভাইয়ের ছেলেমেয়েদের সাথে বাবার বোনের ছেলেমেয়েদের মধ্যে অনুষ্ঠিত বিবাহ রীতিকে কী বলে?
A. লেভিরেট বিবাহ B. সরোরেট বিবাহ
C. প্যারালাল কাজিন বিবাহ D. ক্রস কাজিন বিবাহ

08. শ্রেণিমূলক জ্ঞাতি সম্পর্কের উদাহরণ হলো-
A. মা B. স্বামী
C. চাচাতো ভাই D. সন্তান

09. নিচের কোনটি প্রথাগত জ্ঞাতি সম্পর্কের উদাহরণ-
A. দেবর B. দোস্ত C. নাতি D. পালকপুত্র

10. জ্ঞাতিসম্পর্ক কী?
A. সম্প্রদায় B. বিবাহ প্রথা
C. জৈবিক বন্ধন D. পরিবার প্রথা

11. পিতৃবাস পরিবার কোনটি?
A. বিয়ের পর স্বামী গৃহে বাস
B. বিয়ের পর স্বামীর পিতার গৃহে বাস
C. বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীর নতুন গৃহে বাস
D. বিয়ের পর পরিবারে বাস

12. বাংলাদেশের বিবাহের আইনগত বয়সসীমা কত বছর?
A. মেয়ে ১৬ ছেলে ২০ B. মেয়ে ১৮ ছেলে ২১
C. মেয়ে ১৮ ছেলে ২০ D. মেয়ে ২১ ছেলে ২৪

উত্তরমালা									
01	A	02	B	03	A	04	A	05	C
06	B	07	D	08	C	09	B	10	C
11	B	12	B						

13. সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে পরিবারের ধরন কোনটি?
A. মাতৃতান্ত্রিক B. পিতৃবাস
C. নয়াবাস D. মাতৃসূত্রীয়

14. বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে কোন ধরনের পরিবার বেশি দেখা যায়?
A. একক পরিবার B. যৌথ পরিবার
C. মাতৃতান্ত্রিক পরিবার D. নয়াবাস পরিবার

15. চাচা ও চাচী কোন ধরনের জ্ঞাতি?
A. বৈবাহিক ও রক্ত সম্পর্কিত B. রক্ত সম্পর্কিত ও বৈবাহিক
C. রক্ত সম্পর্কিত ও কাল্পনিক D. প্রথাগত ও বৈবাহিক

16. নগর সমাজে কোন ধরনের পরিবার বেশি দেখা যায়?
A. যৌথ B. বর্ধিত
C. অণু D. মাতৃতান্ত্রিক

17. গ্রামের পরিবারগুলো ঐতিহ্যগতভাবে কোন পরিবার?
A. অনুপরিবার B. যৌথ পরিবার
C. একক পরিবার D.A+B

18. কোন সমাজে বিধবা বিবাহ নিরুৎসাহিত?
A. বৌদ্ধ B. মুসলিম
C. খ্রিষ্টান D. হিন্দু

19. কোন সমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলন রয়েছে?
A. হিন্দু B. বৌদ্ধ C. খ্রিষ্টান D. মুসলিম

20. বাংলাদেশে কি ধরনের পরিবার বেশি?
A. এক বিবাহভিত্তিক B. চার বিবাহভিত্তিক
C. দুই বিবাহভিত্তিক D. তিন বিবাহভিত্তিক

21. হিন্দু সমাজে কারা পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় না?
A. কন্যা B. বোন C. ভাই D. মাতা

22. পাশ্চাত্যের তুলনায় বাংলাদেশের পরিবার কাঠামো-
A. দৃঢ় B. নরম C. মজবুত D. হালকা

23. বিপদে-আপদে উত্তম আশ্রয়স্থল কি?
A. মসজিদ B. পরিবার C. বাড়ি D. মন্দির

24. মুসলিম পরিবারের তুলনায় হিন্দু পরিবারগুলো ছিল বেশি-
A. যৌথ পরিবার B. একক পরিবার
C. অনু পরিবার D. যৌথ ভিত্তিক

25. "বিবাহ হচ্ছে আইনসঙ্গত গণিকাবৃত্তি"- উক্তিটি কার?
A. এল.এইচ. মর্গানের B. ওয়েস্টারমার্ক-এর
C. ম্যাকাইভারের D. ম্যালিনস্কির

26. শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ফলে কোন ধরনের পরিবার গড়ে ওঠে?
A. যৌথ পরিবার B. বর্ধিত পরিবার
C. অণু পরিবার D. পিতৃতান্ত্রিক পরিবার

উত্তরমালা											
13	D	14	B	15	B	16	C	17	B		
18	D	19	D	20	A	21	A	22	C		
23	B	24	D	25	A	26	C				

অষ্টম অধ্যায়: বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তন

সামাজিক পরিবর্তন বলতে আমরা বুঝি, সামাজিক কাঠামোর রূপান্তর বা রূপান্তর। সামাজিক পরিবর্তন সমাজের মানুষের মিথস্ক্রিয়া ও আন্তঃসম্পর্কের পরিবর্তনকে নির্দেশ করে। এটি হচ্ছে আর্থ-সামাজিক সম্পর্কের বা সমাজকাঠামোর পরিবর্তন।

বাংলাদেশে সমকালীন সামাজিক পরিবর্তনসমূহের কারণ	বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনে শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাব
• জনসংখ্যা বৃদ্ধি • অর্থনৈতিক কারণ • সামাজিক কারণ • রাজনৈতিক কারণ • ভৌগোলিক পরিবর্তন • শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব • ধর্মীয় প্রভাব • বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও প্রযুক্তিগত কারণ • শিল্পায়ন ও নগরায়ণ • বিদেশি সংস্কৃতির প্রভাব • মনীষীদের প্রভাব	♦ কুটির শিল্পের বিলুপ্তি ♦ অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা ♦ মূল্যবোধের অবক্ষয় ♦ সমাজকাঠামোর পরিবর্তন ♦ নারীর ভূমিকার পরিবর্তন ♦ বস্তি সমস্যা ♦ যৌথ পরিবারের ভাঙন ♦ সামাজিক বন্ধন লোপ ♦ জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ♦ সামাজিক অনগ্রসরতা

বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া

বিশ্বায়নের কারণে গোটা বিশ্বকে একটা Global Village বা বৈশ্বিক গ্রামে পরিণত করেছে। সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বায়নের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আর সে কারণেই বিশ্বায়নের চারটি রূপ আমরা দেখতে পাই। যথা-

১. বৈশ্বিক সংগঠন
২. পরস্পর নির্ভরশীলতা
৩. বৈশ্বিক যোগাযোগ
৪. বৈশ্বিক সচেতনতা

অনুশীলনী

01. বিশ্বায়নের প্রভাব কোনটি?
A. আন্তঃরাষ্ট্রসমূহের নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি
B. রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার ব্যাপকতা
C. দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি
D. বাজার ব্যবস্থার সংকোচন

02. বাংলাদেশের জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ-
A. চাকুরীজীবী B. শিক্ষিত
C. বেকার D. কৃষক

03. যে প্রক্রিয়া একটি লক্ষ্যে সমগ্র পৃথিবীকে একই পরিবারভুক্ত করে-
A. শিল্পায়ন B. নগরায়ণ
C. বিশ্বায়ন D. তথ্যপ্রযুক্তি

04. বিশ্বায়নের ফলে সমাজে-
A. ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘরে
B. সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়
C. জ্ঞাসিম্পর্ক সুদৃঢ় হয় D. সংহতি বৃদ্ধি পায়

05. নিচের কোনটি সামাজিক পরিবর্তন?
A. নদী ভাঙন B. স্বাধীনতা যুদ্ধ
C. পরিবেশগত বিপর্যয় D. যৌথ পরিবারে ভাঙন

06. নগরায়ণের ফলে সমাজে-
A. বেকারত্ব বৃদ্ধি পায় B. অপরাধ প্রবণতা হ্রাস পায়
C. সংহতি দৃঢ় হয় D. বস্তির প্রসার ঘটে

07. সাধারণ অর্থে কলকারখানা স্থাপন ও সেগুলোর প্রসার লাভকে বলে-
A. নগরায়ন B. আধুনিকায়ন
C. শিল্পায়ন D. শহরায়ন

08. কৃষির দ্রুত উন্নতির জন্য কি প্রয়োজন?
A. পাওয়ার পাম্প B. ট্রাক্টর
C. জলসেচ D. আধুনিক প্রযুক্তি

09. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ভিত্তি কেমন?
A. সবল B. উন্নত C. দুর্বল D. কোনটি নয়

10. সামাজিক পরিবর্তন বলতে বুঝায়-
A. সমাজকাঠামোর পরিবর্তন
B. সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন
C. সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তন
D. সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন

উত্তরমালা									
01	A	02	C	03	C	04	A	05	D
06	D	07	C	08	D	09	C	10	A

11. নিচের কোনটি সামাজিক পরিবর্তন?
A. নদীভাঙন B. স্বাধীনতা যুদ্ধ
C. পরিবেশগত বিপর্যয় D. যৌথ পরিবারে ভাঙন

12. নিচের কোনটি সমাজের স্বাভাবিক ধর্ম?
A. সুপ্রাচীনতা B. কৃত্রিমতা
C. পরিবর্তনশীলতা D. লৌকিকতা

13. বাংলাদেশের সমকালীন সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম কারণ কী?
A. তথ্যপ্রযুক্তি B. শিক্ষাব্যবস্থা
C. প্রচার প্রচারণা D. জনসংখ্যা হ্রাস

14. শিল্পায়নের প্রভাবে শিক্ষাব্যবস্থায় কী পরিবর্তন হচ্ছে?
A. শিক্ষার হার কমেছে
B. কর্মমুখী শিক্ষা প্রসারিত হয়েছে
C. ধর্মীয় শিক্ষার প্রসার হয়েছে
D. শিক্ষার পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে

15. শিল্পায়ন তথা সার্বিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত কী?
A. সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তন
B. ঘনঘন নির্বাচন করা
C. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা
D. নতুন নতুন শিল্পনীতি প্রবর্তন

16. বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতি হলো-
A. শিল্পনির্ভর B. কৃষিনির্ভর
C. ব্যবসা-বাণিজ্য নির্ভর D. লেনদেন নির্ভর

17. পুঁজিবাদী সমাজ কীসের মাধ্যমে উন্নত হয়?
A. নগরায়ণের B. কৃষির
C. বিবেকের D. বুদ্ধির

18. নিচের কোনটি তৃতীয় বিশ্বের নগরায়ণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য?
A. অসম শিল্পায়ন B. সুসম শিল্পায়ন
C. অভিগমন D. নৈতিক অবক্ষয়

19. নগরায়ণের ফলে সমাজে-
A. বেকারত্ব বৃদ্ধি পায় B. অপরাধপ্রবণতা হ্রাস পায়
C. সংহতি দৃঢ় হয় D. বস্তির প্রসার ঘটে

উত্তরমালা									
11	D	12	C	13	A	14	B	15	C
16	B	17	A	18	C	19	D		

20. কীসের কারণে যৌথ পরিবারগুলো ভেঙে যায়?
A. অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা
B. মূল্যবোধের অবক্ষয়
C. কর্মমুখী শিক্ষার প্রসারে
D. শিল্পায়ন ও নগরায়ণ

21. কৃষি পেশা ছেড়ে অকৃষিজ পেশায় রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়ার নামই হলো-
A. তথ্য ও প্রযুক্তি B. বিশ্বায়ন
C. নগরায়ণ D. শিল্পায়ন

22. আধুনিকতা বাংলাদেশের কোনটিকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে?
A. বৈবাহিক সম্পর্ক B. সামাজিক রীতিনীতি
C. শিক্ষাব্যবস্থা D. অর্থনৈতিক কার্যাবলি

23. আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে উৎপাদন কাজে যে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয় তাকে কী বলে?
A. সামাজিক পরিবর্তন B. শিল্পায়ন
C. নগরায়ণ D. বিশ্বায়ন

24. সমাজজীবনের উপর কোনটির প্রভাব সবচেয়ে বেশি?
A. বংশগতি B. সঙ্গীদল
C. সামাজিক সংগঠন D. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

25. বাংলাদেশে সমাজ নির্ভর অর্থনীতি অধিক পছন্দ করার পেছনে ক্রিয়াশীল কারণ কোনটি?
A. আধুনিক প্রযুক্তির আবিষ্কার
B. দক্ষ জনশক্তি বৃদ্ধি
C. কাম্য জনসংখ্যা সৃষ্টি
D. উন্নত রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক প্রভাব

26. কোনটির ফলে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে গণতন্ত্রায়ণের উজ্জ্বল সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে?
A. বিশ্বায়ন B. তথ্যপ্রযুক্তি
C. আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি D. শিক্ষার মানোন্নয়ন

উত্তরমালা									
20	D	21	C	22	B	23	B	24	A
25	A	26	A						

CamScanner

10. বাংলাদেশের এক নম্বর জাতীয় সমস্যা কোনটি?
A. [illegible] B. [illegible]
C. [illegible] D. [illegible]

11. বাংলাদেশের বিভাগগুলো একটি অন্যান্য-
A. [illegible] B. [illegible]
C. [illegible] D. [illegible]

12. বিভাগ কে?
A. [illegible]
B. [illegible]
C. [illegible]
D. [illegible]

13. ভেতর কৈশোরে অনাকাঙ্ক্ষিত কারণ হলো-
A. [illegible] B. [illegible]
C. [illegible] D. [illegible]

14. বাংলাদেশে মৌসুম ভিত্তিক আইন তার মধ্যে কোন টা?
A. [illegible] B. [illegible]
C. [illegible] D. [illegible]

15. বাংলাদেশ, লেখে গত ৩ বছরে তার ব্যয় আগের চেয়ে কিছু বেশি হওয়ার কারণ?
A. [illegible] B. [illegible]
C. [illegible] D. [illegible]

16. [illegible]
A. [illegible] B. [illegible]
C. [illegible] D. [illegible]

17. [illegible]
A. [illegible] B. [illegible]
C. [illegible] D. [illegible]

দশম অধ্যায়: বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়ন

- NGO- Non Government Organization.
- পল্লি উন্নয়ন একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা- ড. আখতার হামিদ খান।
- BRAC এর প্রতিষ্ঠাতা- ফজলে হাসান আবেদ।
- গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রতিষ্ঠিত হয়- BRAC.
- নকশি কাঁথা ও হস্ত শিল্পের জন্য বর্ণনা দেয়- BRAC.
- প্রথম পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করেন- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অনুশীলনী

01. সামাজিক উন্নয়ন বলতে বোঝায়-
A. বেসরকারি সংস্থার উন্নয়ন B. সমাজকাঠামোর উন্নয়ন
C. কুটির শিল্পের বিকাশ D. কারিগরি শিক্ষার প্রসার

02. বিংশ শতকের কোন দশক হতে উন্নয়ন প্রত্যয়টি সমাজবিজ্ঞানে ব্যবহৃত হয়?
A. চল্লিশের B. পঞ্চাশের
C. ষাটের D. সত্তরের

03. নিচের কোনটি সরকারি সংস্থা-
A. BRAC B. BARD
C. ASA D. USAID

04. সরকার পরিচালিত রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানকে কী বলে?
A. সরকারি সংস্থা B. বেসরকারি সংস্থা
C. স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা D. ব্যক্তিমালিকানাধীন সংস্থা

05. বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন একাডেমি কোথায় অবস্থিত?
A. বগুড়া B. কুমিল্লা
C. যশোর D. চট্টগ্রাম

06. অর্থনীতিবিদরা কয়টি মানদণ্ডের ওপর ভিত্তি করে সামাজিক উন্নয়নের স্বরূপ নির্ণয় করেন?
A. দুইটি B. তিনটি
C. চারটি D. পাঁচটি

07. 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি' কত সালে প্রথম চালু হয়?
A. ১৯৭১ সালে B. ১৯৭২ সালে
C. ১৯৭৩ সালে D. ১৯৭৪ সালে

08. V-AID কী?
A. সরকারি সংস্থা B. এনজিও
C. একটি প্রতিষ্ঠান D. একটি কর্মসূচি

09. ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা কে?
A. ইউনুস B. ড. কামাল
C. ফজলে হাসান আবেদ D. ড. হাসান মাহমুদ

উত্তরমালা

01	B	02	C	03	B	04	A	05	B
06	C	07	D	08	D	09	C		